দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

সঠিক মূল্যায়নে পাসের হার কমেছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সঠিক মূল্যায়নের ফলে উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার কমেছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ জন্য সরকার প্রস্তুত ছিল বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবমূল্যায়ন বা অতিমূল্যায়ন রোধে বোর্ডগুলো বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়।

নাহিদ জানান, আগে পরীক্ষার খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হতো না বলে অভিযোগ পেয়েছি। এতে দেখা যেত, ভালো ছাত্ররা খারাপ আর খারাপ ছাত্ররা ভালো রেজাল্ট করত। খাতার ওজন দেখে নম্বর দেওয়ার অভিযোগও শুনেছি। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ এক্সামিনেশন এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

সঠিক মূল্যায়নে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ডেভেলপমেন্ট ইউনিট গঠন করা হয়। এটা সংক্ষেপে বেডু নামে পরিচিত। এটি তিন বছর ধরে কাজ করছে। শিক্ষক ও হেড এক্সামিনার ঠিকমতো খাতা দেখছেন কিনা তা খতিয়ে দেখে। বেডু কাজ করার পর থেকে পরীক্ষার ফলে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এসএসসি পরীক্ষার খাতা বেডু দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছিল। ফলে দেখা গেছে, পাসের হার শতকরা ৮ শতাংশ কমেছে। গত চার বছর প্রশিক্ষণ দিয়ে এটা করা হয়। গতকাল এইচএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশ উপলক্ষে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। এর আগে সকালে সব বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, আমরা শিক্ষার মান অর্জনের চেষ্টা করছি। শিক্ষকদের মধ্যে তো সমস্যা আছে। এটি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছি। মান বেড়েছে, তবে গুণগত মান বৃদ্ধি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের চ্যালেঞ্জ। আমরা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, প্রশ্নপত্র রক্ষা করা কঠিন কাজ। এ কাজে আমরা সফল হয়েছি। প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এ কাজ সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, আগের বছরের ঝরে পড়া ও ফেল করা শিক্ষার্থীরা গত বছরের মূল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলে সংখ্যা বেশি ছিল। এ বছর ঝরে ও ফেল করা ছাত্র কম। এ বছর শিক্ষার্থীরা জেনুইন। বিজ্ঞানের ছাত্র কমে যাওয়ায় আমাদের জন্য আতঙ্কের বিষয় ছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র বাড়ানোর জন্য আমরা ক্যাম্পেইন করছি, শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি এবং যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছে। ফলে এ বছর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গত বছর যে পদ্ধতিতে ভর্তি হয়েছে ওই পদ্ধতিতেই হবে।